যুগান্তর

তারিখ 3 · 5 · MAY · 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

ভালো ফল পেতে প্রশ্ন ফাঁস করছে প্রতিষ্ঠানগুলো

মুসতাক আহমদ

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় নানা দুর্নীতি হচ্ছে বলে গত কয়েক বছর ধরেই অভিযোগ করছেন সংশ্লিষ্টরা। তাদের অভিযোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— পরীক্ষার কয়েক ঘণ্টা আগে এমসিকিউ (বহু নির্বাচনী প্রশ্ন) প্রশ্নপত্র ফাঁসের পর তা সমাধান করে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়া, সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর বলে দেয়া ও পছন্দের কেন্দ্রে নিজ প্রতিষ্ঠানের আসন ব্যবস্থা করা। জিপিএ-৫সহ পাসের হার বাড়িয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বোর্ডের সেরাদের তালিকায় স্থান করে দিতেই মূলত একশ্রেণীর শিক্ষক, শিক্ষা ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠান এ ধরনের অপরাধ করে আসছে। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর সম্প্রতি এসব অভিযোগের সত্যতা পেয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সরকারসংশ্লিষ্টরা।

- সেরা ২০ তালিকা ঘোষণা না করার সিদ্ধান্ত
- বাতিল হতে পারে এমসিকিউ
- পরীক্ষাকেন্দ্রিক দুর্নীতির কথা স্বীকার করলেন শিক্ষামন্ত্রী

বিদ্যমান পরিস্থিতিতে অসুস্থ প্রতিযোগিতা রোধে 'বোর্ডের সেরা ২০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা' ঘোষণা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। পাশাপাশি এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে এমসিকিউ অংশ 'রাখা না রাখা' বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছে। এক্ষেত্রে এমসিকিউ প্রশ্নের নম্বর কমিয়ে আনা হতে পারে অথবা পুরোটাই বাদ দেয়া হতে পারে। তবে এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার আগে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেয়া হবে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে।

এসএসসি পরীক্ষার ফলপ্রকাশ উপলক্ষে শনিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে খোদ শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদও পরীক্ষাকেন্দ্রিক বিভিন্ন দুর্নীতির বিষয় স্বীকার করেন। এ সময় তিনি এসব দুর্নীতি বন্ধে এমসিকিউ প্রশ্ন বিষয়ে 'রাখা না রাখা' বিষয়টি পুনর্বিবেচনা এবং সেরা ২০ প্রতিষ্ঠানের তালিকা করার প্রথা বাতিলের ঘোষণা দেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'এমসিকিউতে নির্ধারিত মার্কিং ৪০ নম্বর। এটা অল্পতে পাওয়া সম্ভব। এজন্য অসৎ উপায়ে এমসিকিউতে এ ৩০ নম্বর পাওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। পরীক্ষার হলে আগেভাগে প্রশ্নপত্রের প্যাকেট খুলে এমসিকিউ সমাধান করে তা

করছে : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

করছে : প্রশ্ন ফাঁস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রছাত্রীদের বলে দেয়ার অভিযোগ আসছে। এই অপকর্মে একশ্রেণীর শিক্ষক জড়িয়ে পড়েছেন। তাই প্রশ্ন উঠেছে এ ৪০ নম্বর পরীক্ষায় রাখা না রাখা নিয়ে। আমরাও ভাবতে বাধ্য হচ্ছি— আসলে এভাবে এটা রাখব কি রাখব না। তবে শিক্ষাবিদসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করে এ নিয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হবে।'

শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, 'কতিপয়' শিক্ষক প্রশ্নপত্রের সিলগালা খুলে এমসিকিউ প্রশ্ন পরীক্ষা শুরুর আগেই হলের বাইরে পাঠিয়ে দেন। এরপর উত্তর তৈরি করে তা শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেন।

তিনি ঢাকার বিএএফ শাহীন স্কুল ও কলেজ, টঙ্গির সফিউদ্দিন সরকার একাডেমি এবং বরগুণার আমতলীর এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রের কথা উল্লেখ করে বলেন, এসব প্রতিষ্ঠানে এমসিকিউ প্রশ্ন বাইরে পাঠানোর প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ সময় মন্ত্রী আরও বলেন, কিছু শিক্ষক নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য তাদের ব্যবসার স্বার্থে, বা অন্য কোনো স্বার্থে এ প্রশ্ন ফাঁস করছেন। হয় তো এসব শিক্ষকের কেউ প্রাইভেট পড়াচ্ছেন বা কোচিং করাচ্ছেন। অথবা অর্থের লোভেও এটা তারা করে থাকতে পারেন। তিনি বলেন, এসব ব্যক্তি শিক্ষক নামের কলংক। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত হয়েছে, সেগুলো ও তাদের শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। কাউকেই ছাড় দেব না। যারা এসব কাজে জড়িত থাকবেন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি মনে করেন, এসব শিক্ষক এমন কর্মকাণ্ড করে পুরো শিক্ষক সমাজের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছেন। এরা প্রকৃত শিক্ষক নন, এরা ধান্দাবাজ।

এদিকে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষামন্ত্রী এমসিকিউ প্রশ্ন 'রাখা না রাখা'র বিষয়ে ঘোষণা দিলেও ইতিমধ্যে এ নিয়ে নীতি-নির্ধারণী বৈঠক হয়েছে। ১০ মে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে এমসিকিউ প্রশ্ন আগের চেয়ে ১০ নম্বর কমানোর বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, যেসব বিষয়ে ব্যবহারিক নেই তাতে ৪০ এর পরিবর্তে ৩০ আর ব্যবহারিকের বিষয়ে ৩৫ নম্বরের পরিবর্তে ২৫ নম্বরের এমসিকিউ প্রশ্ন রাখা হবে। এর ফলে এসএসসি ও এইচএসসির প্রশ্নপত্রের কাঠামোতে পরিবর্তন আনা হবে। এ সিদ্ধান্ত ২০১৭ সাল থেকে বাস্তায়ন করার চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে।

এমসিকিউ প্রশ্নপত্রের বিষয়ে শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, 'এমসিকিউ প্রশ্নের ধারণা এসেছে আমেরিকান শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে। এর লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর সূক্ষ্ম চিন্তার সূক্ষ্ম বিকাশ। কিন্তু আমাদের দেশে এটা যেভাবে চালু রয়েছে তা আসলে প্রশ্নোত্তরের মতো। তাই এতে মূল লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে না। তিনি মন্ত্রীর প্রস্তাবের সঙ্গে প্রায় একমত পোষণ করে বলেন, 'এটা একবারে বাতিল না করে পর্যায়ক্রমে করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রথমে ৯০ ভাগ রচনামূলক ও ১০ ভাগ এমসিকিউ করা যেতে পারে।'

সংশ্লিষ্ট সূত্র আরও জানায়, তবে বিগত ২০ দিনে চিত্র আরও পাল্টে গেছে। ইতিমধ্যে বড় মাপের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোরও এই দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা উদ্ঘাটিত হয়েছে। এ কারণে এমসিকিউতে ১০ নম্বর কমানোর যে চিন্তা-ভাবনা ছিল তা থেকে সরে এসেছেন নীতি-নির্ধারকরা। এমন পরিস্থিতিতে এমসিকিউর নম্বর ২০ এ নামিয়ে আনা অথবা তা সম্পূর্ণ বাতিলের বিষয়টিও সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, দেশের সেরা বিদ্যালয়গুলো ভালো পড়িয়েই বোর্ডের সেরাদের তালিকায় স্থান করে আসছিল। আর এসব প্রতিষ্ঠানে এ কারণে শিক্ষার্থী ভর্তির চাপ বাড়তে থাকে। ফলে কোথাও প্রভাবশালীদের চাপে আবার কোথাও টাকার বিনিময়ে কম মেধাবী শিক্ষার্থী ভর্তির ঘটনা বাড়তে থাকে। কিন্তু এমন মানের শিক্ষার্থী নিয়ে প্রতিষ্ঠানের সেরাদের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব হয় না। বিপরীত দিকে ২০০৬ সালের পর একশ্রেণীর বাণিজ্যিক স্কুল গড়ে উঠতে শুরু করে। এসব প্রতিষ্ঠান নানা দুর্নীতির আশ্রয়ের মাধ্যমে নিজেদেরও সেরাদের তালিকায় নিচ্ছিল, যাতে তাদের বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়।' এই দু'কারণে তখন নামদামি স্কুলও 'অসুস্থ প্রতিযোগিতায়' নেমে পড়ে। ফলে সুনাম ধরে রাখতে ও সেরাদের তালিকায় স্থান করে নিতে ভালো স্কুল-কলেজ নানা জালিয়াতি ও দুর্নীতির আশ্রয় নিতে শুরু করে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্র জানিয়েছে, তারা এমন দুর্নীতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পরীক্ষা কেন্দ্রের তালিকা ইতিমধ্যে পেয়েছেন। কিন্তু অনুসন্ধানের স্বার্থে নাম প্রকাশ করছেন না। শনিবার সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রীও এ কথা বলেছেন।

তবে যুগান্তরের অনুসন্ধানে ঢাকার ৬৯টি এইচএসসির পরীক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে ১৭টি পাওয়া গেছে যারা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছে। এমন কেন্দ্রগুলো নজরদারিতে রয়েছে বলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সূত্র জানিয়েছে।

পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কারের অংশ হিসেবে দেশে ১৯৯২ সালে এসএসসি ও এইচএসসিতে প্রথম এমসিকিউ পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। ওই বছর থেকে ১০০ নম্বরের মধ্যে ৫০ নম্বর এমসিকিউ ছিল। বোর্ড নির্ধারিত মোট ৫০০ অবজেকটিভ প্রশ্নের মধ্যে এই প্রশ্ন আসত। এরপর এ নিয়ে সমালোচনা ওঠে সহজে পাস করে যাওয়ায়। ফলে ১৯৯৬ সাল থেকে ৫০ নম্বরের অবজেকটিভ থাকলেও ৫০০টি অবজেকটিভ আর থাকেনি। অর্থাৎ, ওই বছর 'আনলিমিটেড' (গোটা বই থেকে যতটি প্রশ্ন বানানো যায়) এমসিকিউ প্রশ্ন পদ্ধতি চালু হয়। এই অবস্থার মধ্যেই একমুখী শিক্ষা চালুর অংশ হিসেবে ২০১০ সালে সরকার 'সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পদ্ধতি চালু করে। তখন মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষায় ৪০ নম্বরের এমসিকিউ এবং বাকি ৬০ নম্বরের রচনামূলক প্রশ্ন রাখা হয়। আর বিজ্ঞানে যেসব বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা রয়েছে, সেগুলোতে এমসিকিউ প্রশ্ন ৩৫ নম্বর, ব্যবহারিক ২৫ নম্বর আর ৪০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, মূলত পরীক্ষার হলে শিক্ষকদের নকল সরবরাহ ও নতুন কৌশলের প্রশ্ন ফাঁস বন্ধে এই পদক্ষেপ নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। নকল বন্ধে এছাড়াও ভেন্যু কেন্দ্র (সাব-সেন্টার) প্রথা বন্ধ এবং নকল সরবরাহকারী শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর অ্যাকশনের সিদ্ধান্ত হয় ওই বৈঠকে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে শনিবার রাতে মোবাইল ফোনে শিক্ষা সচিব নজরুল ইসলাম খান যুগান্তরকে বলেন, 'পরীক্ষায় দুর্নীতি বন্ধে এমসিকিউ রাখা না রাখার প্রশ্ন উঠেছে। যেহেতু আজকে মাত্র ঘোষণাটি এল। তাই কী হবে সেটা এখনও নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আমরা এ নিয়ে আলোচনা করব। যদি এমসিকিউ বাতিলের পরামর্শ পাই, তাহলে তা করব। আর এমসিকিউয়ের নম্বর সীমিত করার সুপারিশ পেলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

এবার টপ ২০ তালিকাই বাতিল : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ইতিবাচক প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে শিক্ষার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার বোর্ডের সেরা ২০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা করছিল। ২০০৯ সাল পর্যন্ত শতভাগ পাস এবং সর্বোচ্চ জিপিএ-৫ পাওয়ার বিবেচনায় এই সেরা প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত হচ্ছিল। কিন্তু একশ্রেণীর স্কুল-কলেজ 'সেরা প্রতিষ্ঠান'র তকমা পেতে দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় পাঠানো বন্ধ করে। ফলে অনেক ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা জীবন বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। ভূরি ভূরি অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১১ সাল থেকে শতভাগ পাস, নিবন্ধিত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কতজনকে পরীক্ষায় বসানো হল, মোট প্রাপ্ত জিপিএ, পাসের হার এমন ৫টি মানদণ্ডের বিচারে সেরা প্রতিষ্ঠানের তালিকা বা 'টপ-২০' নির্বাচন শুরু করে। এরপর অসাধু ও শিক্ষা ব্যবসায়ীরা নতুন পন্থা বের করে। এই পন্থাই হল 'এমসিকিউ প্রশ্নে'র প্যাকেট ১ থেকে ৩ ঘণ্টা আগে খুলে ফেলে তা সমাধান করে পরীক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়া।

শুরু থেকেই বিষয়টি যুগান্তরে লেখা হচ্ছিল। কিন্তু আমলে নিচ্ছিল না সরকার ও বোর্ডের একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা। এ কারণে বিষয়টি ক্যান্সারে রূপ নেয়। অভিযোগ রয়েছে, দেশের ৮০ ভাগের বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। শুরুতে বাণিজ্যিক স্কুল ও কলেজ এই দুর্নীতি করলেও শেষ পর্যন্ত গ্রামে-গঞ্জেও এই কৌশল ছড়িয়ে পরে এবার। ঢাকার সেরা স্কুলগুলোর অন্যতম বিএএফ শাহীন, এবারে টপ-২০ প্রতিষ্ঠানে থাকা টঙ্গির সফিউদ্দিন একাডেমি এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের আমতলীর একটি কেন্দ্রে এই দুর্নীতি ধরা পড়ে। এরপরই সরকারের টনক নড়ে। জানা গেছে, উল্লিখিত ৩ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শাহীন স্কুলে এইচএসসির রসায়নের দ্বিতীয়পত্র প্রশ্ন সোয়া ঘণ্টা আগে, সফিউদ্দিন একাডেমিতে রসায়নের প্রথমপত্র প্রশ্ন পরীক্ষার সাড়ে ৩ ঘণ্টা আগে খোলা হয়। একই ভাবে আমতলীর স্কুলটিতেও পরীক্ষার আগে প্রশ্ন স্কুলের বাইরে নিয়ে তা কয়েকজন শিক্ষক মিলে গণহারে তা সমাধানকালে হাতেনাতে ধরা পড়েন। আর শাহীন স্কুলে বোর্ড কর্মকর্তারা অভিযানকালে রসায়নের শিক্ষকের পেছনের পকেট থেকে উত্তরসহ প্রশ্নপত্র উদ্ধার করেন।

শিক্ষামন্ত্রী এ বিষয়ে বলেন, সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরি করেছিলাম। মনে করেছিলাম এর ফলে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হবে। কিন্তু কেউ কেউ অনৈতিক পন্থা ব্যবহার করছে। তাই এখন থেকে টপ-টেন বা টপ-টোয়েন্টি বলে আর কোনো ব্যবস্থা থাকবে না। তবে যারা ভালো ফল করবে তাদের অন্যভাবে প্রশংসিত করা হবে।

এ সময় সাংবাদিকরা এবারে এসএসসির ফলাফলে ডেমরার শামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজের দেশ সেরা হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুললে মন্ত্রী এ বিষয়ে সরাসরি কোনো জবাব না দিয়ে বলেন, 'আরও অনেকেই সন্দেহের তালিকায় আছে। আমরা আরও অনেকের তথ্যও পেয়েছি। অতি উচ্চমানের ও নামিদামি প্রতিষ্ঠান রয়েছে এ তালিকায়। কিন্তু প্রমাণ হাতে না থাকায় তাদের নাম প্রকাশ করছি না। তবে আপনারাও যেহেতু কিছু প্রতিষ্ঠানের নাম বলেছেন, আমরা সেগুলোর ব্যাপারেও খোঁজ নেব।'

তিনি বলেন, এসব প্রতিষ্ঠানের শাস্তি হিসেবে এমপিও (বেতনের সরকারি অংশ) বাতিল করব। যারা এমপিও নেয় না বা এটা নেয়ার প্রয়োজন নেই বলতে চাইবেন; তাদের স্কুলের নিবন্ধন এবং স্বীকৃতি বাতিল করে দেব। মনে করার কারণ নেই যে, সরকারের হাতে ক্ষমতা নেই। এমপিও নেবে না, কিন্তু রেজিস্ট্রেশন না থাকলে প্রতিষ্ঠান চালাবে কি করে? তিনি বলেন, এছাড়া দুর্নীতিগ্রস্ত পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করব, সরকারি হলে চাকরি যাবে। আর সংশ্লিষ্টদের জেল-জরিমানাও করা হবে। তাদের ক্ষেত্রে পাবলিক পরীক্ষা আইন প্রয়োগ করা হবে।

এসময় 'দুর্নীতি বন্ধ করতে না পেরে ভালো কাজের উৎসাহিত করার প্রক্রিয়া সরকার বন্ধ করছে কিনা'— এমন প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আমরা অন্যভাবে ভালোদের মূল্যায়ন করব ও প্রণোদনা দেব।' আর শিক্ষাসচিব বলেন, 'জাতিসংঘের আসন্ন উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় শিক্ষায় 'ইনক্লুসিভনেস' ও 'ইক্যুইটি'র কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কিছু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে আলাদা করে দেয়ার মাধ্যমে কোনোটিই নিশ্চিত সম্ভব নয়। তাই সমতার স্বার্থেই আমরা এ পদক্ষেপ নিচ্ছি, শুধু দুর্নীতি বন্ধ একমাত্র কারণ নয়। তারপরও প্রণোদনার জন্য প্রয়োজনে নতুন পদ্ধতি নেয়া হবে।